সংবাদ

তারিখ ... 8. OCT ... 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

৫ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে ২০ লাখ শিক্ষার্থী

● একই দিনে শুরু, সারাদেশে অভিন্ন প্রশ্ন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দেশের সবচেয়ে বড় পাবলিক পরীক্ষা হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা। একই দিনে অভিন্ন প্রশ্নে আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য এ পরীক্ষায় সারাদেশে সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ২০ লাখ পরীক্ষার্থী অংশ নেবে। বাংলাদেশে আর কোন পরীক্ষায় এত বেশি সংখ্যক পরীক্ষার্থী অংশ নেয়ার নজির নেই। এতদিন বেশি সংখ্যক পরীক্ষার্থীর অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে দেশের সবচেয়ে বড় পাবলিক পরীক্ষা ছিল এসএসসি পরীক্ষা। তারপর ছিল এইচএসসি পরীক্ষা। তবে এসব পরীক্ষায় সারাদেশে সব স্কুল ও কলেজের পরীক্ষার্থীরা অংশ নিলেও তা কখনোই ১০ লাখের বেশি হয় না। পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা সরকারিভাবে এসএসসি পরীক্ষার আদলে অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্বে থাকছে প্রাথমিক ও সমাপনী : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

সমাপনি : ৫ম শ্রেণী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

সরকার এ বছর থেকে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা বিদ্যালয়ভিত্তিক ৫ম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম পরিবর্তন করে দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থীকে একই প্রশ্নপত্রের ভিত্তিতে একই দিনে পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে অনুযায়ী এবার প্রথম ৫ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে।

সারাদেশে সুষ্ঠুভাবে পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণের জন্য ইতোমধ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রী ডা. আফসারুল আমিনকে সভাপতি করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি নিয়ে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোতাহার হোসেন এবং মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব বদরুল আলম তরফদার স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য হিসেবে আছেন। এছাড়াও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষকে সভাপতি করে নির্বাহী কমিটি, জেলা প্রশাসকদের সভাপতি জেলা পরীক্ষা পরিচালনা কমিটি এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সভাপতি করে উপজেলা পরীক্ষা পরিচালনা কমিটি এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে সভাপতি করে সিটি করপোরেশন পরীক্ষা পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কিন্ডার গার্টেনসহ দেশের সব ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীর পাঠ্যক্রম সমাপ্তকারী ছাত্রছাত্রীরা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। সরকার অনুমোদিত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। আগামী ২২ থেকে ২৪ নভেম্বর এই তিন দিনে মোট ৬টি বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। বিষয়গুলো হচ্ছে : বাংলা, ইংরেজি, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ), পরিবেশ পরিচিতি (বিজ্ঞান) এবং ধর্ম (ইসলাম, হিন্দু , খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ)। প্রতি বিষয়ে ১০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। পরীক্ষায় সময় দেয়া হবে ২ ঘণ্টা। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে ৩০ টাকা করে পরীক্ষা ফি দিতে হবে। দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন এবং পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। জানা গেছে, এবছর থেকে দেশের প্রাথমিক বিদালয়গুলোর ৫ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানের জন্য আলাদা কোন বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না। সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল থেকেই একটি নির্দিষ্ট নম্বরের ভিত্তিতে বৃত্তি দেয়া হবে। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও আগের মতোই থাকবে। পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং ফলাফল ঘোষণা করা হবে উপজেলাভিত্তিক। ৫ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারলে কোন ছাত্রছাত্রী উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে না। সমাপনী পরীক্ষার সনদ ছাড়া কোন স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর কোন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করানো যাবে না।

৫ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষার প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আবু আলম মো. শহীদ 'সংবাদ'কে বলেন, পরীক্ষা গ্রহণের জন্য সব ধরনের কমিটি গঠন সম্পন্ন হয়েছে। বাকি প্রস্তুতি অর্থাৎ প্রশ্ন তৈরি, উত্তরপত্র তৈরিসহ আনুষঙ্গিক প্রস্তুতি অক্টোবর মাসের মধ্যেই সম্পন্ন হয়ে যাবে। পরীক্ষায় ২০ লাখ পরীক্ষার্থী অংশ নেয়ার কথা তিনি বলেন, সমাপনী পরীক্ষা বিষয়ে সব তথ্য পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানিয়ে দেয়া হবে। এসএসসি পরীক্ষার মতো সমাপনী পরীক্ষার রুটিনও গণবিজ্ঞপ্তি দিয়ে পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে।